দমনপীড়নের মাধ্যমে সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়: সিলেট বিএনপি

চেম্বার ডেস্ক:: সিলেটে র্যালিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিএনপি প্রতিষ্টাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪১তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

সোমবার (৩০ মে) বিকাল ৩টায় সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপির উদ্যোগে নগরীর রেজিস্ট্রারী মাঠ থেকে শুরু করে এই শোক র্যালি আম্বরখানা পয়েন্টে গিয়ে শেষ হয়।

শোক র্যালিতে খন্ডখন্ড মিছিল নিয়ে ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবকদল, কৃষকদল, শ্রমিকদল, মহিলাদলসহ সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

র্যালি শুরু হওয়ার আগে রেজিস্ট্রারি মাঠে নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেট-১ আসনের বিএনপির ধানের শীষের প্রার্থী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ ক্ষুদ্রঋন বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, মহানগর বিএনপির আহবায়ক আব্দুল কাইয়ুম জালালি পংকী, সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড.এমরান আহমদ চৌধুরী, মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব মিফতাহ্ সিদ্দিকী।

রেজিস্ট্রারি মাঠে র্যালি পূর্ববতী সমাবেশে বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপার্সনের অন্যতম উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, দমনপীড়নের মাধ্যমে সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন জায়গায় হামলা, মামলা হচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বিএনপির বিরুদ্ধে এই সরকার সমালোচনার কোনো ক্ষেত্র না পেয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

এ সময় সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা

জানাই। জিয়াউর রহমানের জীবন আদর্শ ধারণ করে গনতন্ত্র রক্ষায় আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, সিলেট বিএনপির ঘাঁটি, তা বারবার প্রমানিত। সিলেটবাসী জিয়াউর রহমানকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে।

মহানগর বিএনপির আহবায়ক আবদুল কাইয়ুম জালালি পংকী বলেন, সারাদেশে যেভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মামলা করা হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সরকারের বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই হামলা মামলা প্রতিরোধ করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এড. আবদুল গাফফার, আশিক চৌধুরী, মাহবুবুর রব চৌধুরী ফয়সল, মামুনুর রশীদ মামুন, ইসতিয়াক আহমদ সিদ্দিকী, সিদ্দিকুর রহমান পাপলু, এড. হাসান আহমদ পাটোয়ারী রিপন, মাহবুবুল হক চৌধুরী, মহানগর বিএনপির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আহবায়ক কমিটির যুগ্ম আহবায়ক হুমায়ুন কবির শাহীন, ফরহাদ চৌধুরী শামিম, রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, জিয়াউল গনি আরেফিন জিল্লুর, এড. হাবিবুর রহমান হাবিব, সৈয়দ মিসবাহ উদ্দিন, সুদীপ রঞ্জন সেন বাপ্পু, এমদাদ হোসেন চৌধুরী, আজমল বক্ত চৌধুরী সাদেক, নজীবুর রহমান নজীব, মইন উদ্দিন সোহেল, এড. রোকসানা বেগম শাহনাজ, সালেহ আহমদ খসরু, আহবায়ক কমিটির সদস্য নাসিম হোসেইন, জিয়াউল হক জিয়া, আব্দুর রহিম, আমির হোসেন, নিহার রঞ্জন দে, আব্দুল দীপক, এড. আতিকুর রহমান সাবু, মাহবুব কাদির শাহী, সৈয়দ তৌফিকুল হাদী, মুর্শেদ আহমদ মুকুল, হুমায়ুন আহমদ মাসুক, আকতার রশীদ চৌধুরী, নুরুল আলম সিদ্দিকী খালেদ, আফজল হোসেন, শামীম মজুমদার, মতিউল বারী চৌধুরী খুর্শেদ, আবুল কালাম, ডা. নাজমুল ইসলাম, সৈয়দ সাফেক মাহবুব, মাহবুব চৌধুরী, উপজেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে আবুল কাশেম, আব্দুর রহমান, কুহিনূর আহমদ, অহিদুজ্জামান চৌধুরী সুফি, মাহবুব আলম, জসিম উদ্দিন, নুমান আহমদ মুরাদ, জালাল উদ্দিন, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এড. মোমিনুল ইসলাম মোমিন, শাহনেওয়াজ বক্ত চৌধুরী তারেক, মকসুদ আহমদ, আব্দুল আহাদ খান জামাল, আব্দুল ওয়াহিদ সোহেল, দেওয়ান জাকির হোসেন খান, আজিজুল হোসেন আজিজ, শহীদ আহমদ চেয়ারম্যান, তাজরুল ইসলাম তাজুল, আবুল কালাম, ইসলাম উদ্দিন, নিজাম উদ্দিন তরফদার, রায়হান এইচ খান, মাসুক এলাহি, আব্দুর রহমান, আলতাফ হোসেন সুমন, সুদীপ জ্যোতি এষ, দেলোয়ার হোসেন দিনার, ফজলে রাব্বি আহসান, সালেহা কবির

শেপি, ফাহিমা কুমকুম প্রমুখ।

আম্বরখানা পয়েন্টে র্যালি পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ও বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ ক্ষুদ্◌্র ঋন বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।